পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১৪ | সংখ্যা: ১৩৬

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

জুন ২০২৪

'আইসিবিসি' প্রকল্পের সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকার ৪টি জেলার ১০টি উপজেলায় দুটি ধাপে প্রতিটি জেলায় ২০টি ব্যাচের মাধ্যমে ২৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে মৌলিক প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণগুলো গত ৭-১৩ ও ২৩-৩০ জুন ২০২৪ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী; লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি; চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর, উত্তর মতলব ও দক্ষিণ মতলব এবং ভোলা জেলার ভোলা সদর, মনপুরা ও লালমোহন উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম ধাপে 'শিশু যত্ন কেন্দ্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি' এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল 'প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি'।

প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে একজন যত্নকারী কীভাবে 'শিশু যত্ন কেন্দ্র' পরিচালনা করবেন তা হাতে কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে যত্নকারী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও কেন্দ্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা কাজে লাগিয়ে শিশুযত্ন কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষণগুলোর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রোগ্রাম সমন্বয়কারীবা। প্রশিক্ষণ শেষে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি এবং চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব ও দক্ষিণ মতলব উপজেলায় জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো: কাউছার আহম্মেদ, ভোলা জেলার ভোলা সদর, মনপুরা ও লালমোহন উপজেলার জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মদ আখতার হোসেন যত্নকারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তাঁরা যত্নকারীদের সাথে মতবিনিময় ও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক এ টি এম আজিমুজ্জামান প্রমুখ। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারগণ। প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণে ছিলেন কার্যক্রম সমন্বয়কারী এবং সহকারী কার্যক্রম সমন্বয়কারী। উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। শিশুযত্ন কেন্দ্রের শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার সর্বোত্তম, আনন্দময় এবং নিরাপদ শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের আশা ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শিশুদের মূল চাহিদা যেমন- পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ও শিক্ষা পূরণ করা ও তাদের বেঁচে থাকা ও পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অপর্যাপ্ত শিশু-যত্ন ও অন্যান্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অনেক শিশু তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে না। শিশু সুরক্ষা ও বিকাশের এই প্রকল্পটি একাধিক খাতকে একসাথে সমন্বয়ের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা সামগ্রিকভাবে শিশু বিকাশের আমূল পরিবর্তন বয়ে আনতে সক্ষম হবে। এটি শুধু শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না, এটি শিশু, মা-বাবা এবং কমিউনিটির অনেক চাহিদা একসাথে পূরণ করবে। প্রকল্পটি আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ, যা তাদের ও তাদের পরিবারকে নানান বস্তুগত সুবিধার পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক ও সম্মিলিত জীবিকাকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্পের CEGIS এর প্রতিনিধি দলের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাটিতে "Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh Project" এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ২৭ মে ২০২৪ তারিখে দাতা সংস্থা 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' এবং কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান The Centre for Environmental and Geographic information Services (CEGIS) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ইঞ্জিনিয়ারগণ লম্বাবাঁক হাঁটিতে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল/হাঁটি সংরক্ষণ ওয়াল এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা প্রকল্পের বিভিন্ন টেকনিকাল বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেন এবং কাজগুলো ঠিকভাবে করা হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে দাতা ও কারিগরি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ 'পদক্ষেপ' এর বি-বাড়িয়া জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস অফিসার ও প্রজেক্ট অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি দল প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত হাটিসমূহ সংরক্ষণের জন্য হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা (সিসি ব্লক রিভেটিং অথবা রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ), হাটি এলাকায় দেয়ালের পাশে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন এবং শস্য মাড়াই ও শুকানোর জন্য কমিউনিটি স্পেস-এর উঠান উঁচুকরণ। বর্তমানে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় সিসি ব্লক রিভেটিং কাজের জন্য বাড়ির ঢালে মাটি ভরাট, মাটি কম্প্যাকশন, লেভেলিং-ড্রেসিং এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য ফাউন্ডেশন ট্রেঞ্চ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ঢাকা উত্তর জোনের গাজীপুর এরিয়ার আওতাধীন গাজীপুর সদর ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার-২ মো: জাকারিয়া (কর্মী পরিচিতি নং- ০১২১৩৯০৩১৬) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গত ১৫ জুন ২০২৪ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। আমাদের সহকর্মীর এই দুঃখজনক ও শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পদক্ষেপ এর 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের 'কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ)' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের সিনিয়র কলাবোরেটিভ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও উপ-প্রধান বন সংরক্ষক (অবঃ) জনাব আব্দুল মাবুদ।

প্রশিক্ষণটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস), পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এমটিআই)। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস) এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন টিম লিডার কাম এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট মৌসুমী কর, মাস্টার ট্রেইনার মাজেদুল হক বায়োজিদ, আব্দুলাহ আল মাসুদ, মাহবুবুল আলম ও সাজ্জাদ হোসেন।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের মোট ১৩টি বন বিভাগের প্রতিটি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফলভাবে গত ১২ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। অন্তর্ভুক্ত বন বিভাগগুলো হলো-ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও ভোলা বন বিভাগ; কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ/বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রাম। প্রশিক্ষণগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সার্বিক ধারণা প্রদান, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বন সংরক্ষণ এবং সেই সাথে পরিবেশ নিয়ে সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। এ অভিষ্ট লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের আওতায়, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র 'কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা' ও পরিষেবা নিয়ে কাজ করছে। কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত ৬১৫টি বন সংরক্ষণ এবং সেখানকার গ্রামের সকল সদস্যকে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সচেতন ও কার্যকর ভূমিকা পালনে তাদের প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। তাই আমরা সবাই মিলে বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলি এবং বন সংরক্ষণে উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করি।

সুনামগঞ্জে ‘পদক্ষেপ’ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ‘সমৃদ্ধি মেলা’ অনুষ্ঠিত

‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। ‘পদক্ষেপ’ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে গত ২৯ জুন ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জে ‘সমৃদ্ধি মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের বেরীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিগার সুলতানা কেয়া মেলার উদ্বোধন করেন।

এ সময় সুরমা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মাজেদা আক্তার, ইউপি মেম্বার মঙ্গলে মিয়া, শিক্ষানুরাগী সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, ‘পদক্ষেপ’ এর এরিয়া ম্যানেজার ও সিনিয়র ব্যাবস্থাপক বিশ্বজিত দাস, সুরমা ব্রাঞ্চের ম্যানাজার মোঃ বাদল হোসেন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা (এসডিও) মোঃ জাহিদুল ইসলাম, জাকির হোসেন পাভেল, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সনেট রায় ও দীপংকর মালাকারসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় একটি করে প্রবীণ স্টল, ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার চেকআপ স্টল, সফল আইজিএ সবজি স্টল, পিঠা এবং কুটির শিল্প স্টল নামে মোট ৫টি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলগুলোতে বিভিন্ন উদ্যোক্তারা তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

এছাড়াও ২৫টি ইভেন্টে ক্রীড়া সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। নবীন প্রবীণের মধ্যে আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ৩-২ গোলে জয় লাভ করে প্রবীণ দল। পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সক্রিয় অবদানের অংশ হিসেবে ৫ ব্যক্তিকে প্রবীণ সম্মাননা, ৪ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, একজন যুবককে আইজিএ সদস্য সম্মাননা, একজন নারী উদ্যোক্তাকে বিশেষ উদ্যোক্তা সম্মাননা এবং একজন সফল নারীকে স্বাবলম্বী সঞ্চয়ী সদস্য হিসেবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ২ জন পঙ্গু বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় ২টি হুইল চেয়ার। উল্লেখ্য, ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচির’ উদ্যোগে ইতোপূর্বে বেশ কয়েকটি এধরণের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের উন্নয়নে ‘পদক্ষেপ’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পদক্ষেপ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে সুনামগঞ্জের সুরমা ইউনিয়নে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে মৌলভীবাজারের দাসেরবাজার ইউনিয়নে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ প্রকল্পের অধীনে গর্ভবতী মায়েদের গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়’ পর্যায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-১ এর আওতায় গত ২৬-২৭ জুন ২০২৪ তারিখে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় একটি গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে গত ২৬ জুন তারিখে নগর মাতৃসদন, কলাবাগান, পশ্চিম ফুলবাড়িয়ায় এবং ২৭ জুন ২০২৪ তারিখে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-২ এর তিরুথা সরকার বাড়িতে নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের সকল বিষয় নিয়ে এএনসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের চেকআপ, সুষম খাবার, হাসপাতালে ডেলিভারি নিশ্চিতকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নবজাতকের যত্ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। গর্ভকালীন যত্নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গর্ভবতী মায়েদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থতার মাঝে তৈরি করে তোলা যাতে তাদের সন্তানের প্রসব স্বাভাবিক হয়, তাঁরা যেন একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশু জন্ম দিতে পারেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে ও শিশুর যত্ন নিতে পারেন ইত্যাদি। সভায় ক্লিনিক ম্যানেজার প্রকল্পের উক্ত উদ্দেশ্যগুলো সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রকল্পের কাউন্সিলর বলেন, গর্ভবতী মায়েদের অবশ্যই কমপক্ষে চারবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। এই চারবার হচ্ছে যথাক্রমে ১৬, ২৮, ৩২ ও ৩৬ তম সপ্তাহে। এছাড়া কারোর শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেন।

উক্ত সভায় ৩৬ জন গর্ভবতী মায়েরা অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে তাদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লিনিক ম্যানেজার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার কল্যাণ অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্যারামেডিক ও কাউন্সিলরগন।

‘পদক্ষেপ’ এর ‘রেইজ’ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬.২% অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ৭৮% কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত যা টেকসই অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (Labor Force Survey, ২০১৬-১৭)। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ (অতিমারি) ও বৈশ্বিক মন্দাবস্থার কারণে শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ও তরুণদেরকে প্রযুক্তি ফাঁদ (Technology Trap) ও স্বল্প মুজুরির (Low Wages) চক্র হতে বের করে আনা এবং মর্যদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (PwD) তরুণদের রেইজ প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ‘পিকেএসএফ’ ও ‘বিশ্বব্যাংক’ এর যৌথ অর্থায়নে গত জুলাই ২০২২ সাল থেকে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দেশের ১০টি জেলার ২২টি উপজেলায় মোট ২৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২. স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন এবং ৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) বা ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের ১ নং কম্পোনেন্ট এর “কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর-রেইজ ঋণ” কার্যক্রমের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী “ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা” বিষয়ক (১,৭০০ জন অগ্রসর-রেইজ ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নিয়ে) মোট ৮৫ ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্মএলাকার ১০টি জেলার ৮টি জোন, ১০টি এরিয়ার (১৫টি উপজেলা) ১৮টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্টের “স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর ‘রেইজ’ ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিন/৯৬ ঘন্টার (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা) ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন’ বিষয়ক ৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় সংস্থার ৯টি ব্রাঞ্চে মোট ৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন (১৬দিন/৯৬ ঘন্টার/২ মাস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরমধ্যে সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); “জীবন দক্ষতা উন্নয়ন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক /কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন) যাবত প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৮টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া কম্পোনেন্ট ০৩ এর স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য “শিক্ষানবিশি (Apprenticeship)” কার্যক্রমের আওতায় মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্মএলাকায় মোট ৮৪ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে মোট ১৬৫ জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। পহেলা মে ২০২৪ তারিখ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৫১ জন এমসিপি/গুরু এর অধীনে ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী অক্টোবর ২০২৪ মাসে শেষ হবে। যেসব ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- “ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, গ্রাফিক ডিজাইন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, হাউজকিপিং এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি”। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো-প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন।

এছাড়াও রেইজ প্রকল্পের “কমিউনিটি আউটরিচ” কার্যক্রমের আওতায় চলতি জুন মাসে মোট ১৫টি কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম প্রকল্পের মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত “স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর ‘রেইজ’ ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য ৬ মাসব্যাপী শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া ‘কমিউনিটি আউটরিচ’ কার্যক্রমে বিভিন্ন সামাজিক জনসচেতনতামূলক যেমন-পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় গনসচেতনতা মূলক বিলবোর্ড স্থাপনঃ

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিডিসি সদস্য সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাবের সদস্য, মা ও শিশু ফোরামের সদস্য, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য এবং কর্মএলাকার সকল ধরণের লোকদের গনসচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সামনে মলা মাছ খেলে কি ধরণের উপকার হয় তার বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের আওতায় লোকজন সচেতন হয়েছে। এলাকার লোকজনের মলা মাছ খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। সেইসাথে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণে সদস্য পর্যায়ে বেশি আগ্রহ বাড়ছে। এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিডিসির সদস্য, কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যের বসতভিটা সংস্কার ও মেরামতকরণঃ 'পদক্ষেপ' 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন, উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে

পিডিসির নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যদের বসতভিটা সংস্কার কর হয়। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয় যার মুল উদ্দেশ্য হলো অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করাসহ দূর্যোগ ঝুকি হ্রাসে ও দূর্যোগ প্রস্তুতিতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা। পিপিইইপপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় বসতভিটা সংস্কার/মেরামতে সহয়তা প্রদান করা যাতে করে বিভিন্ন আপদে বা দুর্যাগে সদস্যদের জীবন হানি ও তাদের সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় সে লক্ষে সদস্য পর্যায়ে বসতভিটা সংস্বার/ মেরামত করা হয়। এতে সদস্য অনেক খুশি হয়েছেন। উকাত সময়ে পিডিসির সদস্য, ইউনিয়ন সদস্য, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতে থেকে ঘর মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ঃ 'পদক্ষেপ' 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক

কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের অতিদরিদ্র খানায় বছরব্যাপী বহুমুখী আয়ের উৎস্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী ইউনিয়নে ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে অনুদানের মাধ্যমে প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপন করা হয়। প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপনের জন্য সদস্যের বাড়িতে মাঁচায় সবজি চাষ, সেলাই মেশিন, ফলের চারা বিতরণ, রিং স্লাব স্থাপণ করা হয়। মাছের পোনা পরিবহনের জন্য প্রাগ্রসরমান একজন সদস্যকে মাছ পরিবহনের ট্যাংক, এ্যায়ারেটর মেশিন, ভ্যানগাড়ি ও নেট প্রদান করা হয়। এছাড়া হাঁস, মুরগী ও গবাদী পশুর রোগ প্রতিরোধক হিসেবে নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম এরিয়ায় ক্ষুরা, এলএসডি, বাদলা, গলাফুলা, তড়কা, পিপিআর ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

হাওড়ে প্রকল্পের স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ঃ হাওড়ের দুর্গম এলাকায় অতিদরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ৯৯৭১টি অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ জনগনের মাঝে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার আয়োজন করা হয়।

উক্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড গ্রুপিং, ডায়াবেটিস এবং হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার পাশাপাশি ড্রেসিং, সেলাই, ইনজেকশন, নেবুলাইজার করা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদানসহ উপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেমন, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র অথবা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়। এছাড়া, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী এই ৫ ধরণের ব্যক্তিদের ওজন, উচ্চতা ও মুয়াকের পরিমাণ পরিমাপ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে অপুষ্টি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কর্মএলাকায় জুন ২০২৪ মাসে ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে সর্বমোট ৭৫০ জন সদস্যকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে কর্মএলাকায় স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশা পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় এলাকার মানুষের মাঝে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন কিশোরী এবং নারীদের অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় চলমান আছে ১৬টি মা ও শিশু ফোরাম, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোর) ১টি এবং ১৩টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)। কিশোরীরা আগামী দিনের মা তাই কিশোরীদের অপুষ্টি দুরীকরণের লক্ষ্যে সকল ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতি মাসে দুটি সেশন পরিচালনার মাধ্যমে কিশোরীদের মাঝে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। যেমন, সুষম খাদ্য গ্রহণ, রঙিন শাকসবজি খাওয়া, বছরে দুবার কৃমিনাশক ট্যাবলেট গ্রহণ করা, খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধৌত করা, টয়লেট ব্যবহারে পায়ে জুতা পরা ও সাবান দিয়ে ভালোভাবে দুই হাত ধৌত করা, স্বাস্থ্য-সম্মত টয়লেট ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা, পরিবারের সকলে মিলে একসাথে খাওয়া এবং পারিবারিক পুষ্টি বাগানের মাধ্যমে পুষ্টিকর শাকসবজির চাহিদা পুরণ করা ইত্যাদি। তারই ধারাবাহিকতায়, অপুষ্টি দুরীকরণের জন্য একযোগে সকল মা ও শিশু ফোরামের এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র থেকে আয়রন ও ফলিক এসিড সরবরাহ করা হয়।

পদক্ষেপ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ২০২৪ ঘোষণা

সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সদস্য এবং সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাদের মেধাবী সন্তানদেরকে 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি-২০২৪ এর নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' কার্যক্রম এর আওতায় শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির সুপারিশক্রমে এবং নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এবছর ১৪ জন মেধাবী সন্তানকে ষষ্ঠ বারের মতো বৃত্তির জন্য চুড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়। বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য মনোনীত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০ হাজার টাকা এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে প্রযোজ্য সময় (শিক্ষাবর্ষ/সেমিস্টার/ফেইজ) এর আলোকে প্রতিমাসে জন প্রতি ৩ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে। যা তাদের চলমান ডিগ্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ বছর ১৪ জন শিক্ষার্থীকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে সর্বমোট ৮.৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির চেক হস্তান্তরের তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

এবছর বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলো, যশোর জোন থেকে মো: তুহিন হোসেন (ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স, খু.বি), মো: সোহানুর রহমান (বিবিএ, যশোর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি), শারমিন সুলতানা তনু (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা, ঢা.বি), গৌরাঙ্গ দাস (প্রাণীবিদ্যা, জ.বি), মো: জাহিদ হাসান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রা.বি); ময়মনসিংহ জোন থেকে মো: রিফাত (এমবিবিএস, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ); কিশোরগঞ্জ জোন থেকে মনির হোসেন (পরিসংখ্যান, ঢা.বি); রংপুর জোন থেকে মো: রাকিবুল ইসলাম (উর্দু, ঢা.বি), শাম্মী আকতার সুমাইয়া (এমবিবিএস, নীলফমারী মেডিকেল কলেজ), নাজিফা সুলতানা সর্দার (আবহাওয়া বিজ্ঞান, ঢা.বি), উম্মে নাবিলা মাহমুদ (মনোবিজ্ঞান, রা.বি), মহিউদ্দীন আহমেদ সীমান্ত (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, রা.বি); চট্টগ্রাম উত্তর জোন থেকে মহিমা সিদ্দীকা (মেরিন সাইন্স, চ.বি); দিনাজপুর জোন থেকে মাইশা আফরোজ মেধা (কৃষি অনুষদ, শে.বা.কৃ.বি)।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৬০ জন

জুন ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ২১৮ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধান' বিষয়ে ৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া কোলাবরেশন প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের ৪ জন কর্মকর্তাকে `Practical & Operational Aspects of Islamic Micro and Agricultural Finance' বিষয়ে এবং বহিঃউৎস হিসেবে 'সিডিএফ' কর্তৃক ১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে 'ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধের কৌশল' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ৭৭২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুন ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৪টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৭৭২ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ২টি সভা, ১টি পরীক্ষা ও ১২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু, সরঞ্জামাদি ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ১০২টি

জুন ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ১০২ জন গ্রাহককে ৭৬.৩৭ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৬৮৯ জন গ্রাহককে ৫১৮.৮০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ৯১ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

জুন ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ১ জন ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টান্ট পদে ১ জন; অডিট বিভাগে সিনি: ম্যানেজার পদে ১ জন ও সহকারী ম্যানেজার পদে ৩ জন এবং মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগে ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে জামালপুর জেলায় ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১ জন এবং 'আইসিবিসি' প্রকল্পে ভোলা, লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও নরসিংদী জেলায় ফিন্যান্স অ্যান্ড এডমিন কোঅর্ডিনেটর-১, ইসিসিডি অফিসার-২, চাইল্ড কেয়ার সুপারভাইজার-৩০, সুইমিং সুপারভাইজার-১০ জন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির সুরমা ইউনিয়নে শিক্ষক পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ঢাকা দক্ষিণ জোনের হারাগাছ ব্রাঞ্চে ১ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাতলপাড় ব্রাঞ্চে ১ জন ও সুলতানপুর ব্রাঞ্চে ১ জন এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য জোনের ভূজপুর এরিয়ায় ১ জন ও যশোর জোনের ঝিকরগাছা এরিয়া অফিসে ১ জন অফিস সহকারী পদে এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১/এবিএম (লোন) ও বিএম পদে ৩৪ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

জুন ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৪৩ জন কর্মীকে ৪০,০৫,৯২৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪৪ জন কর্মীকে ১,৬৭,০০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৬ জনকে ১১,৯০,২৯৬/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

এস টাওয়ার, বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ০১৭৫৫-৬৪৭৭৯১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৪৮১১৯৭৯৪
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org